কৃষি সুপারিশ

১০-১৩ই নভেম্বর ২০২২ (২৩-২৬ শে কার্তিক ১৪২৯)

খেসারী, মটর, মুসুরি, ইত্যাদির বীজ বোনার কাজ শুরু করুন। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য থাইরাম অথবা ক্যাপটান ২.৫ গ্রাম ঔষধ প্রয়োজন। এর ১ সপ্তাহ পরে রাইজোবিয়াম কালচার বীজের সাথে মাখিয়ে বীজ বুনুন।

খেসারী :-জাত: নির্মল, রতন, পুসা-২৪ । হেক্টর প্রতি ৪৫ -৫০ কেজি বীজ প্রয়োজন। হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট ও ৪০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

মটর-জাত: ইন্দিরা মটর-১,আই এফ পি ডি-৬-৩,ধূসর প্রতীক, জি,এফ-৬৮,ডি,ডি,আর-২৩।হেক্টর প্রতি ৫০-৭৫ কেজি বীজ প্রয়োজন।মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট, ৪০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

মুসুরী : জাত : পুসা অগাতী ,মৈত্রী ,সুব্রত, কে-৭৫।মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার ও রাসায়নিক সার হিসাবে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট, ৬০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

খরিফ ভুট্টা - ভুট্টার **ফল আর্মি ওয়ার্ম** নামক লেদা পোকার আক্রমন দেখা গেলে নোভালিউরোন + ইমামেকটিন বেনজোয়েট মিশ্রণ ১.৭৫ মিলি বা ইমামেকটিন বেনজোয়েট ৮ গ্রাম অথবা স্পিনেটোরাম ০.৫মিলি প্রতি লিটার জলে অথবা ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ৪.৫ মিলি প্রতি ১০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। **পাতা ধ্বসা** - লম্বাকার বা ডিম্বাকার ফ্যাকাশে বড় দাগ পাতায় দেখা যায় ও শেষে পাতা শুকিয়ে যায়। প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম জিনেব বা ১.৫ মিলি হেক্সাকোনাজোল গুলে স্প্রে করতে হবে।

সরিষা- টোরি - উন্নত জাত- অগ্রণী (বি-৫৪), পাঞ্চালী। আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনার উপযুক্ত সময়। বীজ বোনার পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ২.৫ গ্রাম ক্যাপটান ৫০ % বা ২-২.৫ গ্রাম থাইরাম ৭৫% মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। একর প্রতি ২ টন জৈবসার ও ৬ কেজি অ্যাজোফস্ প্রয়োগ করতে হবে। বিনা সেচে চাষ করলে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফরাস ও ১২ কেজি পটাশ সার শেষ চাষের আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। সেচসেবিত এলাকায় জমি তৈরীর সময়ে প্রথমবার ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১৪ কেজি ফসফরাস ও ৭ কেজি পটাশ সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পরে একরে ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, ও ৭ কেজি পটাশ চাপান সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

শ্বেত সরিষা - উপযুক্তজাতগুলি হল- বিনয় (বি-৯), সুবিনয়, ঝুমকা।ক্যাপটান ৫০% ২.৫ গ্রাম বা থাইরাম ৭৫% ২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বীজ বুনতে হবে। একর প্রতি ২ টন জৈব সার ও ৬ কেজি অ্যাজোফস দিন। সেচযুক্ত এলাকায় শেষ চাষে একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফরাস ও ১০ কেজি পটাশ সার দিন।

আমন ধান- শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে ধান কেটে ফেলুন । পোকা দমনে রাত্রে আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করুন ।বীজ রাখার জন্য নির্ধারিত জমি থেকে ভিন্ন জাতের গাছ তুলে ফেলুন ।

আখ সময় মতো ফসল কেটে নিন।পরবর্তি আখ বসানোর পরিকল্পনা করুন ।

আলু আলু বীজবপনকরুন।জাত:কুফরি-চন্দ্রমুখী,কুফরি-অশোকা,কুফরি-পোখরাজ,কুফরি-লভকর, কুফরি-জ্যোতি,কুফরি-লালিমা,কুফরি-আনন্দ,কুফরি-চিপসোনা-১, কুফরি-চিপসোনা-২ ইত্যাদি।-৩টি চোখ যুক্ত কমপক্ষে ২০ গ্রাম ওজনের আলু-কন্দ শোধন করে ১ হাত দূরে দূরে সারিতে ও সারিতে ১ হাতে ৩ টি করে কন্দ বসান। হেক্টর প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল আলু-কন্দের প্রয়োজন।বীজ শোধনের জন্য নিম্নলিখিত দ্রবনে বীজ-আলু ডুবিয়ে রাখতে হবে:

ক) মেটাল্যাক্সিল ৩৫%: ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ৫-১০ মিনিট, অথবা

খ) ম্যানকোজেব ৭৫ %: ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ১০ মিনিট ।

মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে সার প্রয়োগ করুন । অন্যথায়, মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈব সার ১০ টন, ১৫ কেজি অ্যাজোফস এবং নাইট্রোজেন ৬৬.৫ কেজি ৫০ কেজি ফসফেট, ৫০ কেজি পটাশ সার মাটিতে মিশিয়ে দিন ।

গম বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন ।এই জন্য পি বি ডব্লিউ-৩৪৩/৪৪৩/৩৭৩/৫০২, রাজলক্ষ্মি,
কে -৩০৭(শতাব্দী), সোনালী, ইউ পি-২৬২, আর আর-২, দেবা (কে-৯১০৭) ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করুন ।হেক্টর প্রতি ১০০ - ১২০ কেজি বীজের প্রয়োজন ।জমির জো দেখে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে বীজ বুনুন । মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার, ১৫ কেজি অ্যাজোফস এবং ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট, ৬০ কেজি পটাশ সার মাটিতে মিশিয়ে দিন ।বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সাথে ২.৫ গ্রাম কার্বোক্সিন ও ২.৫ গ্রাম থাইরাম অথবা ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম বা ম্যানকোজেব মিশিয়ে নিন ।

আমন ধান কাটার পরে জিরো টিলেজ প্রযুক্তিতে জমিতে যন্ত্রের সাহায্যে গম বীজ বুনে ও সার প্রয়োগ করে ভালো ফলন পাওয়া যায় ।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষিঅধিকর্তা,পশ্চিমবঙ্গসরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (জনসংযোগ, তথ্য ও সম্প্রচার), পশ্চিমবঙ্গ